

## শরীয়া আইন সম্পূর্ণ মানবতাবিরোধী

ইসলামী শরীয়া আইন যে অসভ্য, বর্বর, হিংস্র, মানবতাবিরোধী, জংলী আইন তা সম্প্রতি আফগানিস্তানে একটি ঘটনার মাধ্যমে আবারো প্রমাণ হলো। আফগানিস্তানের একচল্লিশ বছড় বয়স্ক এক ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করায় তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পরিকল্পনা চলছে। আফগান জনগন-ও তার মৃত্যুদণ্ডের দাবী জানিয়েছে। বিচারকদের বক্তব্য হলো ইসলামী শরীয়া আইনে কোন মুসলমান যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আসলেও তাই। এখানে এ কথা বলার কোনো অবকাশ নাই যে এটা ইসলামের অপব্যাখ্যা অথবা শরীয়া আদালতের বিচারকরা কিছু জানে না। এটা প্রকৃত ইসলামের-ই নিয়ম। (কোরাণে এটা না থাকলেও একটি হাদিসে সরাসরি বলা আছে) তাহলে এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে ইসলাম মানবাধিকার লংঘনকারী এবং তালেবানদের মতাদর্শের সাথে ইসলামের মতাদর্শের কোনো পার্থক্য নাই। যারা ‘শান্তির ধর্ম, মানবতার মুক্তির ধর্ম’ বলে ইসলামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকেন তারা এখন কি বলবেন? দাড়া-টুপিওয়ালা যে সত্যি-ই মানবাধিকারের দুশমন সে ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ আছে কি? শরীয়া আইন যে কত ভয়ানক সেটা এবার বোঝা যাচ্ছে। বাকস্বাধীনতা তো দূরের কথা, মুখ দিয়ে টু শব্দটিও ধর্মের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করা যাবে না। দম আটকানো একটা সমাজ ইসলামি সমাজ। ইন্টারনেট এ ভিন্নমত নামের যে ফোরামটি আছে সেখানে মুশফিক প্রধান নামের একজন লেখক আছেন। তিনি বিভিন্ন সময় ইসলামের পক্ষে আর্টিকেল লিখে থাকেন। একবার আমার সাথে তার বিতর্ক হয়েছিল। উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে এখন তিনি কি বলবেন?

একটা ব্যাপার পরিস্কার দিবালোকের মত সত্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী এবং সর্বপরি দেশের জনগন সেটা বুঝতে চাচ্ছেনা আর তা হলো ইসলাম কখনোই শান্তির ধর্ম হতে পারে না। সেটা বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রমাণ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে-ও প্রমাণ হবে। অথচ

এরপর-ও জিগির তোলা হচ্ছে ‘ইসলাম শান্তির ধর্ম’। সম্প্রতি নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন কলকাতায় একটি সম্মেলনে বলেছেন যে ইউরোপ আমেরিকায় নাকি ইসলামকে খাটো করার ষড়যন্ত্র চলছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম - পশ্চিম এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। তার এ বক্তব্য সত্যি-ই হাস্যকর। ইসলাম ধর্মের প্রতি তার হঠাৎ এত দরদ জন্মালো কেন? এতোই যখন দরদ তাহলে তিনি নিজে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করছেন না কেন? এখানেই প্রমান হয় কে প্রকৃত ভণ্ড। নোবেল বিজয়ী হয়েও তিনি আর দশটা প্রথাগত মুসলমানের মতই কথা বললেন। শুধু অমর্ত্য সেন-ই নন, আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিজীবীও, যারা নিজেদের কে ‘প্রগতিশীল’ বলে দাবি করেন, এই বলে আশ্বালন করছেন যে ইসলাম বিপন্ন, পাশ্চাত্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। তাদের কথা শুনে মনে হয় ইসলাম ধর্ম যেন খুব সাধু, তার সবকিছুই ভাল। পশ্চিমে যদি মুসলমানরা সন্ত্রাসী হামলা চালায়, প্রতিনিয়ত জেহাদে ঝাপায় পড়ার হুমকি দেয় তাহলে পশ্চিম ইসলামকে পছন্দ করবে কেন? কোন যুক্তিতে পশ্চিম ইসলামকে খাটো করবে না? কোন যুক্তিতে পশ্চিম ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে না? পশ্চিম যে ইসলামকে খাটো করে দেখছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কারন ইসলামের মধ্যে এমন কিছু নাই যে একে হজুর হজুর করতে হবে অথবা একে মাথায় তুলে মহান বলে স্বীকার করতে হবে। ইসলামের বিধান পুরাপুরি মানলে কি হবে এটা যদি কেউ শুধু কল্পনা করেন তাহলেই বোঝা যায় ইসলাম আর তালেবানদের জংলী আদর্শের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামের নিয়ম ১০০ ভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হলে তালেবানি সমাজ-ই গঠন করতে হবে। ইসলাম যদি প্রতিনিয়ত মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে তাহলে ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রিয় পশ্চিমা রা কেন ইসলামকে ঘৃণা করবে না? বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকরাও ইসলামের পা চাটা শুরু করে দিয়েছেন। গত পহেলা এপ্রিলের ইত্তেফাকের সম্পাদকিয়তেও সম্পাদক ইসলামের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন ঠিক যেমন সাফাই গেয়েছেন অমর্ত্য সেন যে ইসলাম অমুক করেছে তমুক করেছে , ইসলাম নারীমুক্তির একমাত্র চাবিকাঠি, মানবাধিকারের প্রবক্তা, শান্তির ধর্ম ইত্যাদি। তারা একটিবারের জন্য-ও বুঝতে চাননা যে মধ্যপ্রাচ্যে এবং পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে বর্তমানে যেই মানবাধিকার

লংঘনের ঘটনাগুলো ঘটছে তার জন্য সম্পূর্ণরূপে ইসলাম-ই দায়ী। ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা করলে মানবাধিকার লংঘন হবেই। কারন ব্যাক্তীস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। পর্দাপ্রথা, ব্যাভিচারের জন্য মাটিতে পুঁতে পাথর ছুঁড়ে হত্যা, চুরির জন্য হাত কেটে ফেলা, মদ্যপানের জন্য বেত্রাঘাত-এসব নিয়ম তাই প্রমান করে। পত্রিকার যেসব সম্পাদক ইসলাম মানবাধিকার দিয়েছে বলে সাফাই গাচ্ছেন তারা নিজেরাও মানবাধিকারে বিশ্বাস করেন না কারন ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো লেখা বা আর্টিকেল পাঠালে তারা তা ছাপাননা। অর্থাৎ তারা বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাসী নন। শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে ইন্টারনেট ফোরামের শরনাপন্ন হতে হয়েছে।

ইসলামি সমাজ কোনো সুস্থ সমাজ হতে পারে না। সভ্য জগতের কোনো মানুষের পক্ষে এ সমাজে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ইসলামি সমাজ কোনোদিন প্রগতির পথে চলতে পারে না। এজন্য-ই তো মুসলিম জগত আজ এত পশাচাৎপদ, অনগ্রসর। ইসলাম সমাজকে সামনে এগোতে দেয় নি। কঠোর রক্ষনশীল আইন দিয়ে মানুষের স্রষ্টিশীলতাকে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাই যারা ইসলামের পক্ষে ইসলামি সমাজের পক্ষে সাফাই গান, ইসলাম শান্তির ধর্ম বলে জান বালাপালা করে দেন তারা অমর্ত্য সেন-ই হোক আর পত্রিকার সম্পাদক-ই হোক অথবা বুদ্ধিজীবি বা আপামর জনগন-ই হোক না কেন তারা সবাই ভন্ড এবং স্ববিরোধী। ইসলাম যত তাড়াতাড়ি উৎখাত হয় তত-ই মানবজাতির মঙ্গল।

তাসমিনা হোসেন,

মিরপুর, ঢাকা।

০১-০৪-০৬

eyes\_of\_me\_23@yahoo.com